আলমডাঙ্গায় দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান-কর্মসূচি (কর্মসৃজন) প্রকল্পের বরাদ্দের টাকা লুট

আলমডাঙ্গায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান-কর্মসূচি (কর্মসৃজন) প্রকল্পের বরাদ্দের টাকা লুট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত প্রকল্পে কাজ না করে ভুয়া শ্রমিকের নামের তালিকা বানিয়ে এই টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এই অনিয়মের সঙ্গে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত দেখভাল কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা রয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র বলছে, কর্মসৃজন প্রকল্পের লুটের টাকা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ট্যাগ অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও প্রকল্প দেখভালকারী কর্মকর্তার মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করা হচ্ছে।

প্রতিটি ইউনিয়নে ৮/১২ হাজার টাকা সাপ্তাহিক অর্থ হাতিয়ে নিছে বলে অভিযোগ করেন ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চলতি বছর আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নে কর্মসৃজন প্রকল্পের ৪০ দিনের জন্য মোট ১ কোটি ৭৩ লাখ ১২ হাজার টাকা বরাদ্দ আসে। সেই বরাদ্দ উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে পাঁচটি করে প্রকল্প ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রকল্পের জন্য উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নে ২ হাজার ১শত ৬৪ জন শ্রমিক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, উপজেলার প্রতিটি প্রকল্পেই কাজ করছে অর্ধেকেরও কম শ্রমিক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শ্রমিক জানান, পিআইসিরা তাদের কাছ থেকে আগেই সব স্বাক্ষর করে নিয়েছেন। তাছাড়া অনেকের নাম আছে যাদের কোনোদিন প্রকল্প এলাকায় দেখা যায়নি।

এ ব্যাপারে কয়েকজন পিআইসি ও ইউপি সদস্য বলেন, বর্তমানে একজন শ্রমিকের মজুরি ৪০০ টাকা। সেখানে মাত্র ২০০ টাকায় কোনও শ্রমিক কাজ করতে আসতে চান না।

এ ধরনের অনৈতিক বা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কাজ করা যায় কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, পিআইওসহ এই কাজের সঙ্গে জড়িতদের আর্থিকভাবে ম্যানেজ করেই তালিকা গড়মিল করা হয়।

একাধিক ইউপি সচিব নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সংশ্লিষ্ট ইউপি’র বরাদ্দ থেকে মোটা অংকের টাকা চলে যায় পিআইও’র পকেটে। আর ভুয়া তালিকার বেশিরভাগ ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের ছত্রছায়ায় হয়ে থাকে।

প্রকল্প দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-সহকারী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম বলেন, ‘এই প্রকল্প সম্পর্কে আমার কাছে জানতে না চেয়ে বরং পিআইও’র কাছে থেকে জেনে নেন। তিনিই ভালো তথ্য পারবেন।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক বলেন, ‘এই সকল টাকা নেওয়ার কথা গুলো ভিত্তিহীন হিসেবে তিনি আরো বলেন, কর্মসৃজনী কাজ শেষ। যদি আমার কাছে লেবার কম থাকার বিষয়ে অভিযোগ থাকতো তাহলে যথাযথ ভাবে আমি ব্যবস্থা নিতাম।

এ বিষয়ে সচেতন মহলের দাবি, সরকার যে উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে, সেটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নসহ ছোটবড় দুর্নীতি দিনদিন বেড়েই চলেছে। এই কাজের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সচেতন মহল।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে কে হচ্ছে নৌকার মাঝি?

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে কে হচ্ছে নৌকা নৌকার মাঝি। আজ

বুধবার বিকালে মন্ত্রাণালয়ের নির্বাচন কমিটির মিটিং এর মাধ্যমে ঘোষণা দিবেন।

এ নিয়ে এলাকাজুড়ে চলছে নিস্তব্ধতা। থমকে আছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। সকল কর্মীরা তাকিয়ে আছে কেন্দ্রের দিকে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামীলীগের ৭ জন ও কৃষকলীগের ১ জন মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

বর্তমানে নমিনেশন প্রাপ্তি সকল নেতাকর্মীরা ঢাকায় অবস্থান করছে। নৌকা পেতে চলছে কেন্দ্রীয় লবিং।

নৌকা পেতে সবাই আশাবাদী। সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক জুড়ে চলছে দোয়া কামণা সহ দিচ্ছে উন্নয়ন মূলক প্রতিশ্রুতি।

এদিকে, গতকাল মঙ্গলবার আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপির নমিনেশন পেলেন সাবেক মেয়র আলহাজ্ব মীরমহি উদ্দিন।

বিএনপির পক্ষ থেকে নমিনেশন পেলেও কোন নেতাকর্মীদের উল্লাস অথবা দেখা যায়নি নির্বাচন মাঠে।

পুলিশে অভিযোগ দেওয়ায় মামলা ও প্রাণনাশের হুমকি

আলমডাঙ্গায় জমি সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরে স্কুল ছাত্রকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার দিকে খাদেমপুর ইউনিয়নের রংপুর এ ঘটনাটি ঘটে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের রংপুর গ্রামের ইকরাম হক (৩২) এর স্কুল পড়ুয়া ছেলে রাব্বি হাসান (১৩) ও স্বপন হোসেনের স্কুল পড়ুয়া ছেলে সোলায়মান হোসেন (৯) গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার দিকে রংপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খেলা করছিলো। এসময় সোলায়মান ও রাব্বির মধ্যে খেলাকে কেন্দ্র করে বাকবিতান্ড হয়। এসময়, সোলায়মান তার চাচা মোহাম্মদ আলির (৫৫)

ছেলে সাইম (২৮) কে ডেকে নিয়ে আসে।

সাইয়েম এসে স্কুল ছাত্র রাব্বিকে গলা টিপে ধরে ও গাছের ডাল দিয়ে বেধরক মারপিট করে। মারপিটের ঘটনায় রাব্বি গুরুত্বর আহত হয়। আহত রাব্বি কে প্রথমিক চিকিৎসা দিয়ে বড়িতে পাঠায় স্থানীয়রা।

একই ঘটনা এর আগেও ঘটেছে বলে জানান রাব্বির। পিতা তিনি আরো বলেন, সাইম সম্পর্কে আমার ভাগিনা (বোনের ছেলে) হয়। তার সঙ্গে অমার পিতার জমি নিয়ে দীর্ঘ দিনের বিরোধ চলছে ইতিপুর্বে সে আমার ছেলেকে কয়েকবার হত্যার চেষ্টা করে এছাড়াও আমার ছোট ভাই ও তার ছেলেকে কিছুদিন আগে মারধর করে। সে আমার বড় ও মেজ ভাইকে মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

এ ঘটনায় আমি তাৎক্ষণিক পাঁচকমলাপুর ফাঁড়ি পুলিশের নিকট লিখিত অভিযোগ করি। পুলিশের নিকট লিখিত অভিযোগ করায় সে আমাকে বিকৃত ভাষায় বলে পুলিশের নিকট অভিযোগ দিয়ে আমার কিচ্ছু করতে পারবে না আমার পিছনে অনেক বড় শক্তি আছে কিচ্ছু হবে না আমার বরং আমি তোকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবো আমি আলমডাঙ্গা থানায় যাচ্ছি তোর নামে মাদক ব্যবসা ও মাদক সেবনের অভিযোগ দেবো দেখি কে তোকে বাঁচাতে পারে এছাড়াও সে আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিতে জানতে চায়লে পাঁচ-কমলাপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ মহাম্মদ আলি বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেনও বিষয়টা নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানান।

আলমডাঙ্গায় গ্রাম্য মন্ডলকে পাগড়ি প্রদান

আলমডাঙ্গার বাড়াদি বাজার পাড়ায় গ্রাম্য মন্ডলি ও পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বেলা ১১ টার দিকে বাড়াদি গ্রামের বাজার পাড়ার মুনসুর আলিকে পাগড়ি পড়িয়ে গ্রাম্য মন্ডল প্রধানের দায়িত্ব প্রদান

করা হয়।

অনুষ্ঠানে কুমারী, জেহালা ও বাড়াদি ইউনিয়নের ১৬ টি গ্রামের মন্ডল প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

কলিমুদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আজিজুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন কলিমুদ্দিন, বাড়াদি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মকবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম লাল্টু, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শাকিল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেন, জালাল উদ্দিন, মিজানুর রহমান, মোস্তাক আহমেদ স্বপন, তাইজেল হোসেন, মালেক, আ: হামিদ, আজগার, আব্বাস উদ্দিন, আসাদুল হক প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে গ্রাম প্রধান হিসেবে মুনসুর আলিকে পাগড়ি প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র প্রার্থী মতিয়ার রহমান ফারুকের পক্ষে মোটর সাইকেল শো-ডাউন

আলমডাঙ্গায় মেয়র প্রার্থী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুকের পক্ষে মোটর সাইকেল শো-ডাউন ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে হাই স্কুল মাঠ থেকে মোটর সাইকেল শো-ডাউন বের হয়।

পৌর এলাকার বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় প্রদক্ষিণ শেষে ৭১ স্তম্ভে গিয়ে শেষ হয়। পরে অনুষ্ঠিত পথ সভায় বক্তারা বলেন, আশা করি ফারুক ভাই নৌকার মনোনয়ন পাবেন। ফারুক ভাইকে বিজয়ী করতে, একেক জনকে ফারুক হয়ে মাঠে কাজ করতে হবে। তরুন প্রজন্ম নতুন মেয়র দেখতে চাই। সে লক্ষ্যে আজকে যুব সমাজ ঐক্যবদ্ধ। আপনারা দোয়া করবেন, অবহেলিত পৌরসভার উন্নয়নে আমরা যেনো ফারুক ভাইকে বিজয়ী করতে পারি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আবু

মুছা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ মজিবর রহমান, বিশিষ্ট সমাজ সেবক মোঃ নাসির উদ্দিন মন্ডল (নাছের), সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ প্রধানের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্র লীগ নেতা মোঃ সৈকত আহম্মেদ, পৌর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল,

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ লিমন মল্লিক, কোষাধ্যক্ষ মোঃ শরীফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু জিহাদ লাকচু, ৬ নং ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি মোঃ শুভ, পৌর যুবলীগ নেতা বাপ্পি, অভি, জীবন, অপু, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক সাগর আহম্মেদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক নাসিম শেখ, প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান রিপন, সদস্য জহুরুল ইসলাম ঝন্টু, লিপু বিশ্বাস, মোল্লা সেলিম, দেবদাস, উজ্জ্বল, আলমগীর, মামুন, তুফান, হাইদ মন্ডল, মানু, সুদর্শন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মাদক বিক্রয় ও সেবনের দায়ে জেল-জরিমানা

আলমডাঙ্গার গোকুলখালি ক্যাম্প পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১জন মাদক বিক্রেতা ২জন সেবিকে আটক করেছে।

গতকাল রবিবার গোকুলখালি ক্যাম্প পুলিশ আটকৃত ৩ জনের শরীর তল্লাশী করে ১ জনের নিকট ১০ গ্রাম গাঁজা ও ২ জনের নিকট গাঁজা সেবনের সরাঞ্জাম উদ্বার করে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের গোকুলখালি গ্রামে ক্যাম্প পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় তাদের শরীর তল্লাশী করে ১ জনের নিকট ১০ গ্রাম গাঁজা ও ২ জনের কাছে গাঁজা সেবনের সরাঞ্জাম উদ্ধার করে। পরে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট জানায়। উপজেলা নির্বাহি অফিসার লিটন আলি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

নির্বাহী অফিসার লিটন আলি ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা উপজেলার ভালাইপুর গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে ওহিদুল ইসলাম
(৩২) কে গাঁজা বিক্রয়ের দায়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।

এছাড়া, কুলপালা গ্রামের লিটন মল্লিকের ছেলে লিমন আলী (১৯)কে ৭ হাজার টাকা ওকুলপালা গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে তামিম (২৩) কে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় গোকুলখালি ফাঁড়ি পুলিশের ইনচার্জ কামরুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় গাঁজাসহ আটক ১

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ চাঁদ মিয়া নামের এক জন আটক হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে হাউসপুরের হঠাৎ পাড়া থেকে তাকে আটক করে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার হাউসপুর গ্রামের বাবু শেখের ছেলে চাঁদ মিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ গোপনে গাঁজার ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯ টার দিকে আলমডাঙ্গা থানার এসআই সিদ্ধার্থ, এসআই সুলতান মাহমুদ, এসআই সুফল কুমার বিশ্বাস, এএসআই সাহাবুদ্দিন লস্কর সঙ্গীয় ফোর্স হাউসপুর হঠাৎ পাড়ার তিন রাস্তার মোড় থেকে তাকে আটক করে।

তার শরীর তল্লাশী করে ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। তার বিরুদ্ধে মাদক বিরোধী আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ঠিক ইতিহাস জানতে হবে

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি সংলগ্ন পার্কের জায়গা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, চিত্ত বিনোদনের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে জানাতেই এই বধ্যভূমি পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ঠিক ইতিহাস জানতে হবে।

আজকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করতে স্বাধীনতা বিরোধীরা উঠে পড়ে লেগেছে। দেশে গুজব ছড়িয়ে বিভ্রান্তি সৃস্টি করছে। সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে দেশকে আরো উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে হবে।

বধ্যভূমি পরিদর্শনকালে আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী, থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, সাবেক চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড: সালমুন আহম্মেদ ডন, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,

কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু, আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, যুবলীগ নেতা আহসান উল্লাহ, সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন, পৌর ছাত্রলীগ সভাপতি নয়ন সরকার, সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল হক, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা রেজাউল হক তবা, জাহাঙ্গীর হেসেন, খন্দকার মজিবুল হক, ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা টুটূল, ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ হাসান তমাল, হাসানুজ্জামান হাসান, সাকিব, রকি প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু, দ্রুত ট্রান্সফার করা হবে-আইন সচিব

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে আইন-মন্ত্রাণালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে অতর্কিত ভাবে আলমডাঙ্গায় উপস্থিত হয় তদন্ত টিম।আইন-মন্ত্রাণালয়ের মন্ত্রীর নির্দেশে আলমডাঙ্গার সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের মহুরি ও সাধারণ জনগণের মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ নেয় তদন্ত টিম।

জানাগেছে, বাংলাদেশের সরকারসর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে।এরই কারণে দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সাব-রেজিষ্ট্রার নিয়োগ প্রদান করা হয়। গত কয়েক বছর পূর্বে আলমডাঙ্গা উপজেলা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে মামুন বাবর দায়িত্ব গ্রহণ করে। শুরু হয় সাধারণ মানুষের নিকট থেকে লুটপাট।

রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের ছত্র-ছায়ায় এই লুটপাট অহরহ করতে থাকে। সরকারি ভাবে জমি বিক্রেতার খারিজ না থাকলে ক্রেতা ওই জমি কিনতে পারবে না। এছাড়াও ওই জমির কোন মালিকানাও দাবি করতে পারবে না। যা সরকারি আইন বহির্ভূত। বিক্রেতার নিকট থেকে খারিজ বিহীন কোন ক্রেতা জমি কিনলে তার নামের খারিজ হবে না। তারপরও আলমডাঙ্গা উপজেলা সাব-রেজিষ্ট্রার মামন বাবর ৫/১০ হাজার টাকার বিনিময়ে জমি রেজিষ্ট্রি করে দেয়।

সরকারি নিয়মানুযায়ী সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত রেজিষ্ট্রি কার্যক্রম চলমান থাকার কথা। সাব-রেজিষ্ট্রার মামুন বাবর সরকারি কর্মকর্তা হলেও তিনি যোগদানের পর থেকে দুপুর ২টার দিকে অফিসে আসেন এবং রাত ১০ টার দিকে চলে যান। আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের প্রত্যন্তঞ্চলের মানুষ গুলোকে পড়তে হয় বেহাল দশায়।খারিজ বিহীন জমি রেজিষ্ট্রি করতে ৫/১০ হাজার টাকা গুনতে হয়।এছাড়াও সাব-রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে একাধিক লিখিত অভিযোগ আইন-মন্ত্রাণালয়ে।আইন-মন্ত্রাণালয়ের মন্ত্রী মহাদয়ের একান্ত উদ্যেগ

এবং সাব-রেজিষ্ট্রারের দুর্নীতির চিত্র গুলো জানতেই অতর্কিত ভাবে মন্ত্রাণালয়ের উপ-সচিবসহ তদন্ত টিম আলমডাঙ্গা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে অভিযান চালায়।

সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসারের খাতা ও হাজিরা খাতা গুলোতে সকাল ৯টায় হাজির এবং বিকাল ৫ টায় ছুটি উল্লেখ থাকায় ত্রিব্য নিন্দা জানিয়ে একাধিক ব্যাক্তি তদন্ত কমিটির নিকট খোলা আলোচনা করেন। তার বিরুদ্ধে অর্পিত অভিযোগ গুলো তুলে ধরেন।

তদন্ত কর্মকর্তার নাম না প্রকাশ শর্তে তিনি বলেন,‘ আমরা আইন মন্ত্রাণালয়ের কর্মকর্তা। আলমডাঙ্গা সাবরেজিষ্ট্রার মামুন বাবরের বিরুদ্ধে একাধিক পত্রিকার কপি ও লিখিত অভিযোগ আছে। মন্ত্রী মহাদয়ের উদ্যেগে আমরা অতর্কিত ভাবে তদন্ত টিম সকাল ৯টায় আলমডাঙ্গায় পৌছায়। আলমডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে মামুন বাবরের বিরুদ্ধে অর্পিত অভিযোগ গুলো মিলিয়ে দেখেছি। তাকে এখান থেকে দ্রুত ট্রান্সফার করা হবে। মামুন বাবরের অবৈধ ভাবে উপার্জনের বিষয়েও গভির তদন্ত করা হবে।

আলমডাঙ্গায় শেফা ক্লিনিকে ভুল চিকিৎসায় রোগির মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় আবারো ভুল চিকিৎসায় দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার রাতে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার শেফা ক্লিনিকে মারা গেছে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় একই সপ্তাহের মধ্যে পৃথক ক্লিনিকে সদ্য ভুমিষ্ট শিশু ও দিনমজুরের মৃত্যু হয়। চিকিৎসা সেবা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া উঠেছে। আলমডাঙ্গার ক্লিনিক গুলো চিকিৎসা সেবার নামে মৃত্যুর আজরাইল হিসাবে ব্যবসা করছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করে। ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হলেও অর্থের বিনিময়ে আপোশ মিমাংস করে ক্লিনিক কতৃপক্ষ। আইনও চোঁখ বন্ধ করে ক্লিনিক গুলোর কোন খোঁজ রাখে না।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের বেলগাছি বোর্ড পাড়ার মৃত উকিলের ছেলে দিনমজুর শুকুর আলি ।গত দেড় মাস পূর্বে

শুকুর আলির পেটে ব্যাথা অনুভূত হয়।

পরিবারের লোকজনের সাথে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কলেজ পাড়ার শেফা ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য আসে। ক্লিনিকে ডা: ইমরান আল্ট্রাসনো করতে বলে। রিপোর্টে দিনমজুর শুকুর আলির পিত্বথলিতে পাথর হয়েছে বলে ডা. ইমরান পরিবারকে জানায় এবং দ্রুত অপারেশন করার জন্য চাপ দেয়। অপারেশন খরচ বাবদ ১৩ হাজার টাকায় তাদের চুক্তি হয়।

এরই এক পর্যায়ে শুকুর আলির পিত্বথলির পাথর নিধনে অপারেশন করে। অপারেশন করেন শেফা ক্লিনিকের মালিক ডা: তপনের ছেলে ডা: ইমরান। অপারেশনের সময় শুকুরের পেটের একটি নারী কেটে ফেলে। এরই কারণে দিনমজুর শুকুরের শারীরিক অবস্থা অবনতি হতে থাকে। শুকুরের অপারেশনের পরও পেটের ব্যাথা আরো ত্রিব্য ধারণ করে। তাকে আবারো শেফা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। ডা: ইমরান আবারো চেকআপ করেন। পূণরায় আবারো অপারেশন করতে হবে বলে জানায় শুকুরের স্ত্রী ফতে খাতুনকে।

দিনমজুর শুকুর এক মাত্র উপার্জিত ব্যাক্তি। তিনি দিন শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালায়। ইতো পূর্বে শুকুরের অপারেশন বাবদ ও ঔষধসহ প্রায় ২৫ হাজার টাকা ব্যায় হয়েছে।

আবারো অপারেশনের জন্য প্রায় ১০/১২ হাজার টাকা লাগবে বলে জানায় ডা. ইমরান।স্বামীকে বাঁচাতে ফতে খাতুন তার নিকটতম আত্নীয়দের নিকট টাকা ধার ও বাড়িতে থাকা বিভিন্ন ছাগল, মুরগিসহ বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে । পূর্ণরায় অপারেশনে ভালো হবার জন্য।

ডাক্তার যদি হয় কসাই,তাহলে কার ভাগ্যে কি লেখা থাকে সে নিজেও জানে না। আবারো শেফা ক্লিনিকে অপারেশন করে শুকুরকে। তবুও কোন আশার আলো না জ¦◌ালিয়ে অন্ধের পথে এগিয়ে যায় শুকুর। দিনের সাথে পাল্লা দিয়ে শারীরিক অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে।

পরে শেফা ক্লিনিকের নিজস্ব এ্যাম্বলেন্সের মাধ্যমে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে রেফার্ড করে। হাসপাতালের চিকিৎসক বাঁচবে না বলে রোগীকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। গত বুধবার দিন রাতে শুকুর আলি নিজ বাড়িতে মারা যায়। শুকুর আলির ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাবাসী ফুঁসলে ওঠে। প

রবর্তীতে শেফা ক্লিনিকে মালিক ডা: তপন শুকুর আলির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে ২ লক্ষ টাকায় ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। শেফা

ক্লিনিকের বিরুদ্ধে অসংখ্য ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ আছে। অভিযোগ থাকলেও অদৃশ্য ছায়ায় তা ধামাচাপা পড়ে বলে অনেকে মন্তব্য করেন।